বিস্মৃতা তোমাকে
কবিতার বই
অনন্ত বিশ্বাস

Bishonnota Tomake(Poetry)

By Antu Biswas

প্রকাশকঃলেখক

প্রচ্ছদ নির্মাণঃ লেখক

মূল্যঃ বইটি ফ্রি

“মাঠের সবুজ ধান,ঘাসপাতা ইশারায় ইশারায়
অনেক,অনেককিছুই বলেছে আমাকে;
কিছুই তার রাখি নি মনে।”

উৎসর্গঃ

আমার বিষন্নতাকে
যে আমাকে প্রতিদিন নতুন করে।

কিছু কথাঃ

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,বইটি পড়বার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় একগুচ্ছ গোলাপ রইল আপনার জন্যে।এগুলো কবিতা কিনা তা বিচারের ভার আপনার উপরই।

সূচিপত্রঃ

তোমাকে খুব দরকার ছিল

আমার কথাকে যখন ওরা বাজেয়াপ্ত করেছিল
তখন তোমাকে খুব দরকার ছিল ;
আমার উদ্বিগ্ন সময়ের স্তরে স্তরে
যখন বিষণ্নতা জমেছিল
তখন তোমাকে খুব দরকার ছিল।

শহরের পথে একান্ত একাকিত্বে
ভেঙ্গে পড়া শরীরের অবষন্নতায়
ম্রিয়মাণ সন্ধ্যার শুষ্কতায়
রাত্রিযাপনের অনিশ্চয়তায়
তোমাকে খুব দরকার ছিল।

বহমান স্রোতের বিপরীতে চলতে
অন্য গানের লিরিকে
এগিয়ে চলার অন্য প্রশ্নে
অন্য সত্যের সন্ধানে
সীমাবদ্ধতার প্রাচীর ভাঙ্গতে
নিষিদ্ধ কথা শোনাতে
তোমাকে খুব দরকার ছিল।
বিপ্লবের বার্তা মঞ্চে
নতুন কোন ভাষণের সূচনায়,
নতুন কোন চিন্তার উত্তেজনায়

তোমাকে খুব দরকার ছিল।

কবিতার পঙক্তিতে পঙক্তিতে—
তোমাকে খুব দরকার ছিল।
তোমাকে খুব দরকার ছিল।

চৈতি দিদিরা চলে গেছে

চৈতি দিদিরা চলে গেছে।
অনেক অন্ধকারে ঘর ছেড়েছে ওরা—
নিকটবর্তী কোন শহর ওদের গন্তব্য নয়
কিংবা দুদিন বাদে ফিরে আসার
কোনো অভিপ্রায়ে যাই নি ওরা।

বিধর্মী সিল লাগানো
চৈতি দিদিদের পাড়ার অন্যরা
বেশ আগেই পার হয়ে গেছে;
নিয়ত নিরাপত্তাহীনতার চাদরে মুড়ে থাকতে হত ওদের;
হুমকির ভয়ানক সেই স্মৃতি চৈতি দিদিরা ভুলে যায় নি।
ভুলতে পারেও না।

চৈতি দিদিদের এই বাড়ীতে
দুদিন বাদেই উল্লাসী আসর বসবে;
দখলদারের দল ভুলে যাবে –
এবাড়িতে কোথাও কেউ ছিল?
আমের গাছটায় ঠিকই মুকুল আসবে,
বউ কথা কও পাখির সেই অবিশ্রান্ত ডাকও
শুনবে এই মহল্লার নতুনেরা!

যে পুকুরে হারাধনের মায়ের হাঁসেরা খেলতো
সন্ধ্যেয় ঠিক চলে যেত বাড়ি,
এখনো সেই পুকুরে হাঁস নামে;খেলা করে;
পাশের পাল বাড়ির পোড়ামাটির ঘ্রাণ
অনেক দিন আগেই উবে গেছে;
পানের বরজেও নতুন পড় তোলে না
শিবু বারুই!

ইলা দিদির বাবা
আমাদের বাংলা পড়াতেন;
জানি না ওনি বেঁচে আছেন কিনা?
হয়ত ওনার চোখে এখনো ঝরছে
বোবা কান্নার সংকেত কিংবা
অনুভূতির কিছু হিংস্র প্রজ্ঞাপন।

এই দেশ ছেড়ে চলে যায় ওরা;
চলে ওদের যেতেই হয়;
শৈশব রেখে, কৈশোর রেখে,
যৌবনের সেই মহড়া রেখে
রিফিউজি হয়ে যায় ওরা।
আমি জানি, বয়সী শিকড় ছেড়া বৃক্ষ
দাঁড়াতে পারে না কোথাও,
দাঁড়িয়ে থাকার অভিনয় কিছুদিন—
তারপর স্বাদ নেয় শক্ত মাটির।

তবুও ওরা চলে যাবে
এখানে ওদের জন্য ধর্ম ফাঁদ পেতে রেখেছে;
ইতিহাসের গলি এখানেই শেষ,
মানবতা নিষিদ্ধ এইসব ঠিকানায়!

অবাক কিন্তু হতেই হয়

অবাক কিন্তু হতেই হয়
যখন দেখি যুবদের আড্ডাতে
শুধুই বিকৃত যৌনতা, সিনেমা
চাকরী আর খেলাধুলা!
কিংবা নামী কোচিং সেন্টারের কত কথা!
অথচ ভূগোলের ছাত্রীটির
এখনো হল না বদ্বীপের রহস্য সন্ধান,
তাতে তার কোন চিন্তাই নেই যেন!
ইতিহাস পাড়ার বন্ধু নির্মাল্যকেও
দেখি না গাঢ় কোন চিন্তায় ডুবে আছে!
ক্লাসের সেই ফার্স্ট বয়
আমাদের গর্বের অলোক
এখন বড় চাকরীর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে!
এককালের অঙ্কের তুখোড় ছাত্রী
চোখে চশমা আটা ফরিদাও
অনেক দিন হল অঙ্কটা ছেড়েছে!

অবাক কিন্তু হতেই হয়
যখন দেখি রাস্তার মোড়ের মন্দিরটির সৌন্দর্য
ক্রমেই বাড়ছে!
অথচ লাইব্রেরিটির ভগ্ন দশা
নির্জনতায় যায় তার সময়!
কত রকম খাদ্যের,
কত সুন্দর পোশাকের জন্য
সম্পন্ন মা বাবাদের কত চিন্তা,
কিন্তু একটি গল্পের বই
আজও দেয় নি
ছেলেটির হাতে কিংবা মেয়েটির স্কুল ব্যাগে!
আজও বলে নি, "
তোকে দেশের জন্য কাজ করতে হবে
মানুষের হাত ধরতে হবে। "

আমি নিয়তই অবাক হই
শিক্ষিতদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে দেখে,
তাদের চাল চলনে, কথাবার্তায় মনে হয়
রাজনীতি যেন তাদের জন্য না!
অথচ অনেকেই সাম্যের দাবিদার!
অনেকেই সত্য বুঝেও
চুপসে থাকে—
যদিও স্বপ্ন দ্যাখে নতুন পৃথিবী গড়ার!

এক বৃদ্ধ এক যুবককে

যুবক,
কি অদ্ভুত এক অদৃশ্য শিকলে
তোমাকে বেধে রাখা হয়েছে;
তোমার প্রবহমান তারুণ্যের মাঝে
জেগে উঠছে চরা অবলীলায় ;
তুমি তা বুঝতেই পারছো না!
একদিন
তোমার কন্ঠস্বরে
তোমার উত্থানে কত স্বপ্ন ছিল
আজ তোমার চোখে বাধা কালো কাপড়;
একদিন
তোমাকে যারা ভয় পেতো
তাদেরই কব্জিতে তুমি বন্দি এখন!

যুবক,
এই কথাগুলো মনে করাবার তোমাকে খুব
দরকার;
আমার রাতে ঘুম আসে না;
নিজের 'পরে ক্ষোভে ফেটে পড়তে ইচ্ছা হয়
চারিদিকে জীর্ণতা,
আর তুমিও সেই জীর্ণতারই গান গাইছো?

স্বপ্নের ধূলো উড়াতে তো তুমি জানতে
ভালোবাসতেও জানতে
তোমাকে এই কথাগুলো
আমার বলার ছিল!

আমরা

পৃথিবীর সমস্ত সবুজকে
নির্বাসনে পাঠাতে চাইছে এই মানুষ!
প্লাস্টিকের শহরে
আবেগের কমতি নেই,
চিন্তার তোরঙ্গ দিনকে দিন
বোঝাই হচ্ছেই!

তবে কেন
এশিয়ান পেইন্টে ঝকঝকে
বাড়িটি থেকে বেরোতেই-
আবর্জনার স্তুপ?
তোমার ঐ গতিতে;
আমার এই প্রস্থানে
কত জ্বালানি পোড়ার ইতিহাস
কত ধোয়ার গল্পগাথা!

উর্ধ্বগামী উষ্ণতার স্কেলে
চোখ রাখতে রাখতে
মানুষ কি শুধু হাহাকারই করবে?

অস্বাভাবিক মৃত্যু

১

একটি খুনের রক্ত;
কিছুদিন হৈ-হুল্লোড়;
তারপর ধুসর আবছায়া;
স্বাভাবিক অভ্যস্ত জীবন;
সবাই ভুলে যায়,
শুধু থেকে যায় শূন্যতা—
একান্ত কাছের জনের বুকের ভিতর।
হয় তো এই মৃত্যু মানে
কয়েকটি স্বপ্নের থমকে যাওয়া ;
ভরসার করুণ সমাপ্তি।
বিকলাঙ্গ মস্তক রক্তেই দ্যাখে সমাধান;
জীবন্ত লড়ায়ের অবসান চায়
খুনের অঙ্গীকারে!

২

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃতের
শোকের মিছিল করে ফেরো তোমরা,
আমি করি প্রতিবাদ -

অব্যবস্থায়!
বজ্রপাতে মৃত্যুকে তোমরা আকস্মিক বলে মেনে নাও;
কিছুই থাকে না করার,
আমি তখন পথ খুজি—
কিছু একটা করার।

চারিদিকে এত মৃত্যু, এত অস্বাভাবিক মৃত্যু :
তোমাকে বিস্মিত করে না?
ক্লান্তি আনে না তোমার স্নায়ুতে?

আমি চিন্তিত খুব চিন্তিত

গনতন্ত্রের নীরব নকশায়
অভিযোজিত মস্তিষ্ক!
চিন্তিত, আমি খুব চিন্তিত।
নাগরিক! ভোটার!
বেশ তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ, তাই না?
অনিয়ম কোথায়, চলছে তো ভালই?
না! আমি চিন্তিত, খুব চিন্তিত।

যে শিক্ষা বিপ্লব আনে
তারই টুটি চেপে ধরেছে ওরা ;

অজ্ঞতা চক্রে আবর্তিত আমার সমাজ ;

রক্তের সমীকরণ—দারুণ সহজ !
ইস্পাত অস্ত্রে খুব দ্রুত ই বেরোয় বীজ :
বিরুদ্ধতা নেই কোনো কিংবা চতুর্দিকে আতঙ্কিত চেতনা ;
আমি চিন্তিত, খুব চিন্তিত।

তোমাদের উচ্ছ্বাসে আমি ক্লান্ত ;
আমি বিব্রত —তোমাদের অভিব্যক্তিতে ;
এখনো আমার নিরাপত্তা নেই ;
অনেক কথা বলতে চাই, অনেক কথা।

আমি চিন্তিত, খুব চিন্তিত , খুব।

এই মস্তিষ্কে

বোঝাই ট্রেন—হাতলে হাতলে ঝুলছি ;
একটা শিশু; মায়ের কোলে ;
ওর মাথাটা আমার বুকের কাছেই ;
সাদাটে আলতো চুলের নরম মাথা।

ক্রমশই বাড়ছে ভীড়—
মাঝে মাঝে কেঁদে উঠছে শিশুটি ;
কতক হিংস্র চোখ কান্না থামাতে চায়?

আমি শুধু চাইছি—
ওর মস্তিষ্কে যেন আঘাত না লাগে;
আমি জানি,
এই মস্তিষ্ক ওকে নিয়ে যাবে অনেক দূর,
এই মস্তিষ্কে, এই স্নায়ুতে :
ওর স্বপ্ন ভাসবে—নতুন, খুব নতুন।

আমার বাবা

আমি তখন অনেক ছোট;
সবে বুঝতে শিখেছি।
বাবার ছাত্রছাত্রীদের গুঞ্জনে ঘুম ভাঙ্গত,
ক্লান্তিহীনপড়াতেন বাবা-
এই আলো জ্বালতে দেখতে দেখতেই
আমার শৈশব কেটেছে, কেটেছে কৈশোর।

স্কুলের চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন বাবা;
কম বেতনের জন্য কোন দিন
আক্ষেপ করতে দেখি নি তাকে,
কিংবা যাদের পড়াতো তাদের কাছে
কোন দিন টাকাও চাইতেন না মুখ ফুটে।

স্নায়বিক চাপ পড়বে ভেবে
মা অনেকবার বাধা দিতে চেয়েছেন;
বাবা আমার ছিলেন আলোর নেশাজীবী
আমি পড়তে পড়তে
একটু রাত করে ফেললে—

বলতেন,শুয়ে পড় এখন,

আজ বাবা নেই;
এখন আমার রাত হয়, অনেক রাত
কিন্তু সেভাবে কেউ বলে না।
আমি জানি, বাবার স্মৃতি মুছে ফেলবে সবাই;
ফেলুক;
আমি প্রতিদিনই বাবাকে খুঁজে ফিরি
আমার চেতনার আলপথে।

এই কবিতা তোমার জন্য

গাঢ় অন্ধকারে হাপিয়ে ওঠা প্রাণের কান্না
তুমি শোনো নি কোনদিন;
তোমার চোখের 'পরে
সাজিয়ে রাখা
স্বপ্নীল দৃশ্যের পিছনের দিকটায়
তোমার হাটা হয় নি কোনদিন!

ঝরাপাতায় ভরে উঠেছে
স্টেশন চত্ত্বর,
তোমার ক্ষণস্থায়ী প্রসাধনীতে
হাহাকার জমাট বাধে নি কোনদিন!

আমি জানি,
ঈশ্বরের কাছে বারংবার তোমার আর্জি
কোনদিনই পৌছাবে নি;
আলোকের মানচিত্রে
অন্ধকার ভূখন্ড তোমার ঈশ্বর!

কখনো কোনদিন
তুমি আলোর কথা ভেবেছো?
চলো,
একটা পৃথিবী গড়ি
আমাদের সব শিশুরা
স্টেশনের সব শিশুরা
ঠিকানাহীন সব শিশুরা
স্কুলে যাচ্ছে!

আমাদের হাত ধরে!

সন্ধ্যার কবিতা

সন্ধ্যাটা অদ্ভুতরকম ফ্যাকাশে হয়ে
ধরা দিচ্ছে আমার আঙ্গিনায়;
প্লাস্টিকপোড়া গন্ধটা
ছেয়ে ফেলেছে চতুর্দিক,
শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে
চোখের উপর কে যেন ঢেলে দিচ্ছে
তীব্র রাসায়নিক!

সন্ধ্যা,
একদিন তোমার জন্য প্রতীক্ষা ছিল আমার,
এই উঠোনোই একদিন
কবিতার সভা বসত;
রাত্রিকে স্বাগত জানাতাম নির্বিঘ্নে
এখন তা পারি না!

সময়ের পাদদেশে

এই তো মধ্যযুগ
মানুষের মগজে কিলবিল করছে;
আলোর শহরে পুরাকেলে মিনার
এখনো মাথা উঁচিয়ে
ডাকে করে অন্ধকার কে?
অথচ তুমি দিব্যি কাটাচ্ছ জীবন!
কোথাও কোন সংশয় নেই,
প্রশ্ন যা ছিল, সব এখন নিরুদ্দেশ ;
শুধু তোমার দুঃখগুলো
সেকেলে নয় বরং খুবই আধুনিক,
খুবই মর্মান্তিক।

ঠিক উল্টো তুমি হাটতে পারো

চারিদিকে এত এত রহস্য
তুমি ভেদ করতে পারো না বলে,
নিজেকে মনে করো অতিপ্রাকৃত কোন সত্ত্বার অংশ ;

মনে করো :
কেউ নিশ্চয় নিয়ন্ত্রণ করছে সবকিছু;
তোমার দুঃখ, তোমার সুখ
সব কিছুতেই সে!

অথচ সব ছেড়ে দিয়েও বসে থাকো না তুমি,
আবার বিশ্বাসেও ফাটল ধরে না তোমার,
অদ্ভুত দ্বিচারী তুমি!

কখনো প্রশ্ন জাগে কি
সৃষ্টিকর্তা যদি কেউ থেকেই থাকে
তবে একই মানুষের সমাজে তার বিধান আলাদা কেন?
গণহত্যার ধ্বংসলীলায় কোথায় থাকেন তিনি?
সংখ্যালঘুর আর্তনাদ শোনেন না কেন?
বোঝেন না কেন—
নমিতাদের নিঃসন্তান জীবনের যন্ত্রণা?

এমনো হাজারও জিজ্ঞাসা তুমি করতে পারো;
হাজারও সংশয়ে তুমি নড়তে পারো;
এতদিনের চলা পথের
ঠিক উল্টো তুমি হাটতে পারো।

তখনও দেখি স্বপ্ন

তোমরা যেখানে রত্ন খোঁজো,
আমি সেখানে পাই
বিষাক্ত প্রতারণা ;
যাকে তোমারা ইতিহাস, ইতিহাস বলে চেচাও
আমি সেখানে দেখি
সামঞ্জস্যের সংকট।

তোমরা যখন অনুভব করো
প্রথা মানার দারুণ সুখ ;
আমি তখন উল্লাস করি —ভাঙ্গার।

তোমাদের যখন বিশ্বাস জন্মে অলৌকিকতায়,
আমি সেখানে খুজি- বিজ্ঞান ;
যখন তোমরা ভরসা পাও সার্বজনীনতায়,
তখন আমি একলাই চলি ;
যখন তোমাদের ডেমোক্রেসি
ফ্যাসিবাদ হয়ে ওঠে,
আমি তখন চুপ থাকি না ;
যখন তোমরা মেতে ওঠো
প্রথাগত উৎসবে ;
আমি তখনও দেখি স্বপ্ন!

আমি চলতে থাকি

বহির্মুখ চেতনার উষ্ণ অনুভূতি
দৈনিক ঝরে পড়ে;
ইতিহাস বিকৃত;বিকৃত মগজ;
ঠিকানাছাড়া চলন্ত জীবন
চিলেকোঠায় বসে আকাশের স্বাদ নেয়।
আমি প্রান্তিকের কথা বলতে গিয়ে-
সাম্যতার কোন এক প্রচ্ছদে
বিস্মিত হয়ে ওঠি;
প্রত্নতত্ত্বের ধুলো
স্নায়ুর নিরেট রসায়নে
সঞ্চিত করে রাখে হাজার বছর;
স্তরে স্তরে যার প্রতিহত সভ্যতার
বিমর্ষ ক্লান্তি, যুগের বঞ্চনা, শতাব্দীর প্রাপ্তি।

উন্মুক্ত মানুষের সমাজে-
প্রথাবদ্ধ স্থিরতা
আঁকড়ে ধরে পিছন থেকে;
অগ্রবর্তী সংস্কৃতির শরীর চুয়ে
ঝরা রক্তের প্রবাহ
আমাকে প্রতিবাদী করে;
আমাকে সংগঠিত করে;
আমাকে অনেক দূরের
ঠিকানায় নিয়ে যায়।

কতবার বলব

কতবার বলব আমি, কতবার?
ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই আমার ;
যাপিত জীবনের প্রাসাদ গড়েছে
অদ্ভুত আত্মার থিওরি ;
প্রশ্ন কে দারুণ ভয় পাও তোমারা,
দারুণ ভয় পাও —আমার কৌতূহলী চোখকে ;
তবুও বলছি —
সন্দেহের বীজ বুনবই এই প্রজন্মের মাঝে ।

তোমার শিশুটার মগজে
অনায়াসে বসিয়ে দিয়েছো পুরাতনকে ;
তিক্ত আধারের পথ দেখিয়ে দিয়েছো—
ভালো হবে বলে ;
অথচ তিলে তিলে নিঃশেষ করেছে তাকে!

অভিজিৎ দা

অভিজিৎ দা,
আপনি চলে যাবার পর
আরো বেশি করে আপনাকে কাছে পেয়েছি;
আপনার রক্তের প্লবতা
আমাকে এখনও ভাসিয়ে রাখে
মুক্তির নেশায়;
আপনার স্বপ্ন
নিয়তই আলোড়িত হয়
আমার স্নায়ুর উত্তেজনায়।

দাদা, আমার অনুবীক্ষণেও
বিশ্বাসের ভাইরাস ধরা পড়ে;
অবিশ্বাসের দর্শন আমিও বুঝি;
প্রাণের রহস্য খুজতে গিয়ে
রসায়নের দারুন জটিলতা আয়ত্বে আনি।
দাদা, ভিতরে ভিতরে
খুব গভীরভাবে অনুভব করি আপনাকে।

তখন প্রয়োজন হবে না কোন ঈশ্বরের

শূন্য থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য
যখন জানবে সবাই,
তখন প্রয়োজন হবে না কোন ঈশ্বরের;
অনিশ্চিত মৃত্যুর পরাভয়
যখন তাড়িয়ে বেড়াবে না
তখন প্রয়োজন হবে না কোন ঈশ্বরের ;

চিরঞ্জীব হবার ফাদ;
পরলোক তত্ত্বের অসারতা
যখন সবাই বুঝতে পারবে
তখন প্রয়োজন হবে না কোন ঈশ্বরের ;
বিবর্তন যখন ব্যাঘাত ঘটাবে
মান্য-সৌধের নির্মাণে
এত এত ঘটনার পরিক্ষিত বিশ্লেষণ
তথ্য দিবে :
ঈশ্বর নেই কোথাও কোনো খানে।

তোমাকে কিছু কথা

তোমাকে আগে ভাবতে হবে
এই সমাজের কথা ;
এই সমাজের মানুষের সুখদুখের কথা ;
চিহ্নিত করতে হবে
প্রগতির পথের বাধাকে।
তখন হয় তো ধর্মটাও এসে যাবে
তোমার তালিকাতে।

কতশত উপাখ্যান,
কত শত নির্দেশ,
তোমাকে পরখ করে দেখতে হবে;
প্রশ্ন তুলতে হবে
এই সময়ের প্রেক্ষিতে তাদের উপযোগিতায়;
কতটা প্রয়োজন তাদের এগিয়ে চলাতে?
কিংবা এখনো কতটা জীবন্ত সেগুলো?

তোমাকেই সব দেখতে হবে।
সৃষ্টির রহস্য খুজতে হবে তোমাকেই।

আলোকের ঠিকানায়

কার্পেটের মতো মুড়ানো দুর্বোধ্যতা ;
বিস্ময়ী প্রাণে বিশ্বাসী স্তম্ভ
ভিত্তি গড়েছে সেই কবে থেকে?
অন্ধকার মুঠোয় পুরে
এগোনোর স্বপ্ন
ধ্বসে পড়ে বাস্তবের সীমান্তে;
চোখ চলে যায় -
আলোকের ঠিকানায়।

একটি অসমাপ্ত কবিতা

কথা ছিল
চিঠিতেই প্রেম জমাবো আমরা,
জন্মদিনে শুধু কবিতাই হবে উপহার!
আমাদের রোমান্টিক বিকেলগুলি
কেটে যাবে
ধুসর কিছু পদক্ষেপে,
পথ শিশুদের পৌঁছে দেবো স্কুলে!

অথচ
তুমিও অবশেষে
নোটিফাইড ভালোবাসার স্টিয়ারিং হাতে!
নিজেকে সামলে নিয়েছো—
আমার স্বপ্নের কোলাহল থেকে,
নিশ্চিন্ত জীবনের অভিসারী যেন!

আমাকে এখনো

আমাকে এখনো
অনেক মৃত্যু দেখতে হবে;
থর থর করে কেপে উঠবে শরীর,
চেতনার উপকুল জুড়ে
দুঃস্বপ্নের ঢেউ
বারবার হানবে আঘাত!

অনেক অসমাপ্ত গল্পের
দুঃখগুলো বাকি আছে এখনো,
পড়ে নিতে হবে
ক্লান্তিতে,কোলাহলে।
প্রেমিক বন্ধুর
অবিন্যাস্ত চুলের মানচিত্রে
আরও কয়েকবার খুজতে হবে বসন্তকে।

চলো দাড়াই

চলো,আমাদের রক্তে
নিবিষ্ট হয়ে থাকা
হতাশার কাছে
প্রশ্ন করি
আর কতকাল?
আর কতদিন এভাবে?

ভবিষ্যৎ যেনো
ঠিক হয়ে আছে
এলোমেলো,ভগ্ন,
কোথায় যেনো হারিয়ে যাওয়া!
হালকা মৃদু হাওয়াতে
আমাদেরও কবিত্ব আসে
আমরাও জাগতে চাইছি
আমাদেরও স্বপ্নগুলো
মাথাচাড়া দিতে চায়!

চলো ইতিহাসের কাছে
সংশয়ী হয়ে দাড়াই—
গণতন্ত্রের বীজে
মগজের কোশে
নতুন ফসল ফলাই!

একটি দিনের জন্য

একটি দিনের জন্য
ল্যাবরেটরির দেওয়ালগুলো কবিতা শুনুক;
অধঃক্ষিপ্ত যৌগের মত
আমার বন্ধুরা পড়ে আছে;
অনুভূতির প্রদেশ জুড়ে
আত্মজিজ্ঞাসার দুর্নিবার খরা যেন
বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে!

একটি দিনের জন্য
ম্যাগাজিন প্রকাশের সভা হোকঃ
কলম কিংবা কাগজের গল্পে
আমাদের বন্ধুরা সারা রাত জেগে থাকুক;
অথবা
চলো গিয়ে লাইব্রেরী টেবিলে
গণতন্ত্রের কোনো নতুন বইয়ে চোখ রাখি!

আপনি এবং আমিও

পাখিদের কন্ঠ বিক্রি হয় নি;
এই গাঢ় অন্ধকারেও
ঝিঝিরা আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে
ওরা কারো গোলাম নয়!

আকাশের দিকে তাকিয়ে
অসীমতার উপলব্ধি করেছেন
বুকের ভিতরে?
আপনিও এবং আমিও
আজ অনেক যুগ পিছনের
কিছু গল্পে মেতে আছি!
কিংবা আমাদেরকে
মাতিয়ে রাখা হচ্ছে!

পাশাপাশি

গানটি লেখা হয় নি আর
কান্নারা ঘুমিয়ে পড়েছিল কাল রাতে;
ধূসর তৃষ্ণা বুকে চেপে
রঙহীন স্বপ্নের গলিপথে
হেটেছি শুধু!

প্রিয়ন্তির মুখ
অনেক চেনা আমার,
বসন্তের কোনো এক সন্ধ্যায়
আমরা হেটেছিলাম পাশাপাশি!

তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন

তোমাকে খুব করে ভাবতে দেখি নি কখনও;
এই পৃথিবীর হাহাকার গুলো
তোমাকে বুঝি নাড়া দেয় না?
তুমি কি শিহরিত হও না
মানুষের আদিম হিংস্রতায়?

কত তথ্যের অবাধ প্রবেশ তোমার শরীরে;
সমীকরণ মেলাবার স্বাদ জাগে না একটিবারও?
তোমার সমাজের অলিতে গলিতে
গুচ্ছ গুচ্ছ ভ্রান্তির কুচকাওয়াজ;
পুরোনো অন্ধকারে ডুবে যায় শিশুরা;
যৌবনগুলো পড়ে প্রথার খপ্পরে;
তুমি তাতেও কি বিস্মিত হও না?
তোমার কি তবুও ঘুম ভাঙ্গে না?

তুমি যদি জেনেই থাকো
মানুষের শান্তির জন্য রক্তপাত নিষ্প্রয়োজন;
তবে তোমার সমাজে
এখনো কেন খুনিদের জন্ম হয়?

তোমাকে খুব করে ভাবতে দেখি নি কখনও?
কখনও তাকাতে দেখিনি জিজ্ঞাসিত চোখে?

তবুও বলব কথা

তবুও বলব কথা
লিখে যাবো আরো,
প্রশ্নের তীর ছুড়বোই
মানবো না কথা কারো।

এভাবে যায় কি রোখা
মুক্ত স্রোতের ধারা?
আলোর মিছিলে
পথে যে নেমেছি আমরা।
মৌলবাদের শিকড়ে শিকড়ে
হানবোই আঘাত,
যুক্তির হাতিয়ারে ভাঙবোই
মগজের নিরেট প্রাসাদ।

ধর্ম যেখানে আফিমের মত
ছড়ায়ে রয়েছে নেশা,
আমরা সেখানে জ্বালায়ে আলো
দেখাবোই নব দিশা।

বিশ্বাসের নরম সুখের ছায়াতলে
ঘুমিয়ে হবে কি আর

জাগছে প্রজন্ম দলে দলে?
নতুন আশা,নতুন স্বপ্ন বুকে নিয়ে
যাবোই এগিয়ে পায়ে পায়ে।

অনন্ত কে মনে রেখে

অনন্ত বিজয়,
তোমার ক্ষত-বিক্ষত দেহে
আমি মৃত্যু দেখি নি,
তোমার রক্তের ফোটায় ফোটায়
দেখেছি
হাজার বছরের বিদ্রোহ।

জানি
সিলেট এখন স্বাভাবিক ;
সেই আগের মতই
কিন্তু বন্ধু, বড় অস্বাভাবিক আমরা ;
বড় ব্যর্থতা ভিড় করে চতুর্পাশে;
বড় ক্লান্তি জমা হয় শরীরে।

নতুন সূর্য

রীতিনীতি বয়ে চলার
ভারসাম্যহীন অনুভূতি
নিয়তই নির্মাণ করে অন্ধকার;
নির্লিপ্ত স্নায়ুতে
অভ্যস্ত চিন্তার প্রাচীর ;
কি স্বাভাবিক!

চারপাশের রক্তাক্ত বিভৎসতায়,
কিশোরের সবুজ স্বপ্নের নীলাভ মৃত্যুতে,
থমকে যাবার প্রশস্ত বেদনায়,
রাত্রির দুর্বিষহ এই প্রহরে
ফ্যাকাসে হতে চায় আলোক নেশা।

তবুও চেতনার আলপথ ধরে
আশারা জাগরিত:
দিগন্ত ছুঁয়ে দেখা যায় ঐ
নতুন সূর্য।

এখন তখন

প্রেমের কবিতা
এখন আর বেশি একটা লেখা হয় না ;
সেই কবে লিখেছি:
"ওগো ছায়ারানী
তোমায় আমি ছায়াতেই দেখেছি।"
আবার লিখেছি :
"অমলেন্দু, অমলেন্দু
নম্র ভালবাসার প্রাসাদচুড়ে থেকো বন্ধু।
দিনের ক্লান্তি মুছে দিবে জানি
যে মুখ ভালোবাসায় অভিমানী।। "

কত উন্মাদনা ছিল তখন
কত স্বপ্নের ছড়াছড়ি চতুর্দিকে আমার ;
কত কাব্যিক পঙক্তি ঘুরে ফিরে আসত :
"দুজনার দুটি হাত ধরে
হারিয়ে যাব ঐ সীমাহীন প্রান্তরে। "
অবশ্য তখন ছন্দ মিলিয়ে লিখতাম;
তখন সদ্য কবি;
বৈশাখী ঝড়, শীতের রোদ্দুর—
কবিতা হত সবই।

যদিও ফেলে আসা দিনগুলির মতই

হারিয়ে গেছে,
সেই দিস্তা খাতার কবিতাগুচ্ছ,
হারিয়ে গেছে,
স্বপ্নীল সেই ছন্দের কারুলিপি।

এখন যেন চারপাশটা অন্যরকম,
আমার সমাজ, আমার পৃথিবী—আমার ভবিষ্যৎ।

হঠাৎ অনুভূতি

ছিকল বাধা চেতনা
নিয়ত নিগৃহীত ;
করোটির প্রান্তে প্রান্তে
জেকে বসা ব্যর্থতা
হাতছানি দেয়
ম্রিয়মাণ অন্ধকারের মত।

তোমাদের পায়ে পায়ে
নিজেকে মিলাতে পারি নি ;
পিছিয়ে পড়ি ;
তবুও ঐ স্বপ্নিল প্রান্তর আমার!
আলোর নেশা আছে আমারও!

শিখুক আমার ছেলে

আমার ছোট ছেলেটা
বেশ প্রশ্ন তুলছে এখন ;
অন্ধকার যদিও ভয় পায়,
কৌতূহলী চোখ ওর,
অবিরত তাকায়!

সেদিন প্রশ্ন করল,"আমি এলাম কিভাবে? "
মনে পড়ল,
এই তো সে দিন মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে
আমিও বলেছি—
মা, আমি এলাম কিভাবে?
বলত —আকাশ থেকে এনেছি তোকে;
নতুবা বলত —বাগানের ঐ কোণে ছিলি তুই!

এখন বুঝি,
এক অদ্ভুত গোপনীয়তার জন্য
মা সেদিন সত্য বলে নি ;
আমাকেও মানতে হয়েছিল বেশটা সময়!

আমার ছেলেটিকে
আমি কিছুই গোপন করি নি ;

গোপন করতে পারিও নি!
এখন তো আরো আরো প্রশ্নের ফুলঝুরি;
বলে—
শব্দ হয় কেন?
গাছের পাতা হয় কেন?
শিয়াল ডাকে কেন?

পাঁচ বছর পেরোলেও
কোন স্কুলে দিই নি এখনো;
পড়েও না তেমন কিছু,
প্রাত্যহিকী নেই কোনও,
ও শেখে এ বাড়ির আনাচেকানাচে
লতা ফুল পাতার থেকে,
শেখে মাটির আদ্রতা থেকে,
ভাঙ্গা ইটের টুকরো থেকে
শিখুক আমার ছেলে!

তবুও দিন গুনি

হতাশার ক্লেদাক্ত ইতিহাস রেখে
স্বর্ণালী বসন্ত দেখতে ইচ্ছা করে খুব ;
মর্মান্তিক বিপর্যয়ের পরও
একটি প্রেমের গানে দুলে ওঠে রক্ত ।

আর্তনাদের সীমান্ত থেকে ,
নিরাপত্তাহীনতার দূর্গ থেকে,
কবিতা লিখি মানুষের সভ্যতার ;
স্বপ্ন দেখি –
বিশ্ব শান্তির মিছিলে
বিবর্তিত মানুষের অগ্রগতি !

এই ধর্ম (একজন সংশয়ীর দৃষ্টিতে)

আমাকে ক্লান্ত করে রেখেছে
এই দীর্ঘ পথ –এই ধর্ম !
আমার বেড়ে ওঠার সুখে
চলে আসে এই ধর্ম !
অযান্ত্রিক ভয়ের নিয়ন্ত্রিত অভিযানে
আমাকে অন্ধ করেছে এই ধর্ম !
আমার জিজ্ঞাসার উত্তর আসে
এই ধর্ম থেকেই !
আমার পোশাকে, আমার খাবারে ,
আমার ভালবাসায়,আমার বেঁচে থাকায়
বিধান দিয়েছে এই ধর্ম!

অথচ কত যন্ত্রনা চতুর্দিক,
এর কিছুই করতে পেরেছে কি কোন ধার্মিক?

প্রশ্ন

সবাই যদি গঙ্গা স্নানে যায়;
তবে তুমিও যাবে?
কতটা পাপ ধুয়ে এসেছ—
তার হিসাব দিতে পারবে তো?
তাছাড়া পাপ তত্ত্বই বা কে ঢোকাল তোমার   মাথায়?
পরলোকের অভিবাসনের খবরই বা কে দিলো তোমাকে ?

স্বপ্নের শৈশব

আজ স্বপ্নের ভিতর দিয়ে শৈশবে ফিরেছি;
আনন্দগুলো নিঃশব্দে ঝরছিল
বকুল ফুলের মতো,
নদীবাহিত পলি সারা শরীরে মেখে ঘুরেছি,
ঘুরেছি-চিরচেনা সেই সব জনপদে।

মাঠের সবুজ ধান,ঘাসপাতা ইশারায় ইশারায়
অনেক,অনেককিছুই বলেছে আমাকে;
কিছুই তার রাখি নি মনে।

শালিকের লোমশ দেহের গন্ধ,
কচি পান পাতার রৌদ্র ঝলসিত নিস্পন্দন,
সেই খেলার মাঠে নেমে আসা সন্ধ্যা কিংবা
সাপের বিলের ভয়ানক গল্পগুলো
কিছুই আসে নি স্বপ্নে।

তবুও যেন দেখেছি শৈশব,
খুব কাছে গিয়ে দেখেছি ছেলেবেলা।

বাবা চেয়েছিলেন

বাবা চেয়েছিলেন উঠানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নিমগাছটির পাশে
আমার পড়ার ঘর বানিয়ে দিতে;চেয়েছিলেন আমি যেন রাস্তা দিয়ে
সোজা হয়েই হাটি;বাবা চেয়েছিলেন আমি যেন রেডিও শুনি,তাই
বোধহয় একটার পর একটা ভাঙ্গার পরও নতুন একটা কিনে দিতেন।

বাবা চেয়েছিলেন আমি যেন অন্ধকারে না হাটি, তাই টর্চ এনে
দিয়েছিলেন;যেন পড়তে শিখি—তাই পড়াতেন যেখানে সেখানে।

বাবা হয় তো চেয়েছিলেন আমার মাঝেই বাঁচতে;

এই তো, তিনি আমার মাঝেই বেঁচে আছেন!

হারিয়ে যাচ্ছি

(উৎসর্গঃ অর্ণব কে)

খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যাচ্ছে যৌবন;
টগবগে রক্ত, উচ্ছ্বল হাসিগুলো
কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছে
সন্ধ্যার পাখিদের মতো।

চিন্তার দুয়ারে ঝুলছে তালা,
নকশা-আঁকা অন্ধকারে
হারিয়ে যাচ্ছে আলোর নেশাজীবী;
হারিয়ে যেতেই হচ্ছে।

অনেক,অনেক কিছুই করার ছিল
যার সবই এখন
পোস্টবাক্সের মতো অতীত;
শরীরে ছাপ রেখে যাচ্ছে সময়,
মৃত্যুর রাজত্বে ক্রমাগত হারিয়ে যাচ্ছি
হারিয়ে যেতেই হচ্ছে।

কবেকার কোলাহল

মাঝে মাঝে অনেক দূরের ভবিষ্যৎ ভেবে ফেলি,
তখন কেউ নেই আমরা,
কেউ নেই;
জীবনানন্দের এই মাঠ
থেকে যাবে ঠিকই,
থেকে যাবে আকাশের নীল;
তুমি থাকবে না,
আমিও থাকবো না;

তবুও আমরা এখানে জাগি,
অনেক স্বপ্নের উত্তেজনায়
অনেক গল্পের কাহিনীতে।

এ তো শুধু একটি মৃত্যু

হিসেবে গরমিল হয়ে যায়
যখন এক একটি মৃত্যু এসে
আঘাত করে;

ভাবনার ত্রিমাত্রিক দেওয়াল
ভেঙ্গে পড়ে
হাহাকারগ্রস্থ স্নায়ুতে
অনেক রক্তের,
অনেক সন্ত্রাসের উত্তেজনা!

তবুও মেনে নেয়,
সুন্দর নিয়ন্ত্রিত অভ্যস্ত মগজ
নাক্ষত্রিক চেতনার জন্ম দেয় না,
অপরাধ আবার প্রস্তুতি নেয়
রাতের আধারে কিংবা
ঝলমলে আলোর উঠোনে!

এ তো শুধু একটি মৃত্যু!

তুমি এলে না

আজ তোমাকে
চিঠি নয়
একটি গবেষণাপত্র পড়তে দিতাম,
গণিতের আধারে
এক চিলতে আলোর খোঁজে
বেরিয়েছি যেখানে!
প্রিয় গায়কের
নতুন একটি গান শোনাতাম
হয়তো স্মৃতির পথে হারিয়ে যেতে
রবিঠাকুরের গানের মতন!

আজ তোমাকে
কলেজের হাটাপথে
কিছু শিশুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতাম
যদিও তুমিও তাদের প্রত্যহ দ্যাখো
তবু নতুন পরিচয় দরকার
জানো,ওরা স্কুলে যায় না?

আজ তোমাকে
পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে
শরৎকাহিনী উপহার দিতাম
কিংবা জীবনানন্দের রূপসীবাংলা!

*ট্রেনের জানালার ফাঁক দিয়ে
অনেক দূরের মেঘ দেখাতাম তোমায়,
তুমি সেখানে ইচ্ছে মতো
ছবি আঁকতে পারতে!
বসন্তের একটা অলস
দুপুরের সাক্ষী হতাম দুজন!

কিন্তু তুমি এলে না!

[*প্রিয় বন্ধুর অসাধারণ সংযোজন। ধন্যবাদ তোকে]

সবুজ চাই আরো

আসুন,
বৃষ্টির গল্প করি
অন্য পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে
ছেলে মেয়েদের হাতে তুলে দিই
ছোট্ট সবুজ গাছ!

তাপমাত্রা বৃদ্ধির সূচক চিত্র এঁকে
ঘরে ঘরে পৌছে দিই;
ভয়ংকর প্লাস্টিককে নির্বাসনে পাঠাই
চিরটা কালের জন্যে!

কোনো বিজ্ঞাপন নয়

গাছটির মৃত্যু হচ্ছে!
পাতাগুলো শুকিয়ে ঝরে গেছে
অনেক আগে;
কত রোদ্দুর মাথায় করে
ক্লান্তিতে
এসে দাড়াতাম
সুনিবিড় ছায়ায়!

গাছটির মৃত্যু হচ্ছে!

একটা পথ

আমার একটা পথ দরকার
যে পথে হেটে গেলে
অনায়াসে মিলবে
সমুদ্র!
ঢেউ আর বাতাসে
বারবার নিজেকে হারিয়ে ফেলবো!

প্রতি সকালে
আমার জানালায়
যে আলো এসে পড়ে
তাদেরকে ধরে রেখে
বিস্তৃর্ণ অন্ধকারে
ছড়াতে চাই মুঠো মুঠো!

সেই সব মৃত্যুর জন্য

সেই মৃত্যু
ভুলে গেছে সবাই,
সময়ের বিপনী জুড়ে
নতুন খবরের আমদানি;
আর মানুষের মগজের উঠানামা!

সেই যে
সেই অপরাধী
কোথায় আছে সে?
ধরা পড়েছে?
নাকি সংগোপিত অন্ধকারের
এখনো কর্মী?

স্বপ্ন দেখি—
সকালের দৈনিকে
অপমৃত্যুর খবর আসে নি কোনো;
যদিও বা আসে,
বয়ে যায় ঝড়
কেঁপে ওঠে দেশ!

তোমাকে গাইতেই হবে

বিষন্নতা,
তোমার চোখে নিপিড়িত বিস্ময়,
তোমার শহরেও
কোকিলের গান!
তোমার শহরেও কবিদের মিছিলে
বিক্ষুব্ধ কলতান।

রাত্রি চলে গেছে,
তবুও অন্ধকারের নেশায়
বিপর্যস্ত জনপদ,
তোমাকে গাইতেই হবে
প্রভাত সংগীত।

বিষন্নতা তোমাকে

বিষন্নতা,
গৃহবন্দী। তবুও জাগরিত আশারা আলোর দিকে চেয়ে আছে;
ঠিক যেমন
আমি তোমার দিকে তাকিয়ে থাকি।

জানি কোথাও কেউ নেই
শুধু আছে যারা,
তারা আমাদেরই প্রজাতির!
বিষন্নতা,
ঐ মন্দিরের ঈশ্বর কতদিন ভক্ত দ্যাখে না!
কোথায় —তার তো কোনো পদশব্দ পাই না?
কোথায়, যারা সবকিছু খুঁজে ফেরে এক আল্লাহর কোরানে?
প্রতিষেধক পেয়েছে কোনো?

বিষন্নতা,
আমি জানি!
আমার এই প্রশ্নে তোমার বুক কাপবে!
দুঃচিন্তায় তুমি ঘুমোতে পারবে না!
বিষন্নতা,
আজকে আমারো ঘুম আসছে নাঃল;
আমি জানি
এই মানুষই একমাত্র দেবতা!
আসছে ভোরে
তুমি কিছু মানুষের পাশে থেকো!

বিষন্নতা কোথায় তুমি

ওগো আমার আঁখি তারা
তোমার কোনো পাই না সাড়া
কোন সে ঘুমে মগ্ন তুমি
আসবো আমি,করবো চুমি?

বিকেলের এই বোশেখ হাওয়ায়
মন যে কত গান গেয়ে যায়
তোমার পরশ পাবো কবে
হৃদয় শুধু তাই যে ভাবে?

বিষন্নতা কোথায় তুমি,
ফসল মাঠে হারিয়ে গেছো?
এই যে দ্যাখো, এই বুকেতে
তুমি থাকো,তুমিই আছো।।

সুগন্ধি হয়ে

প্রতিভোরে
তোমার হৃদয়ের চত্ত্বরে একটি করে
গোলাপ চারা পুতবো আমি।
গতরাত্রে যত কাব্যিক আয়োজন ছিল আমাদের,
যত মিশে যাওয়া,
একদিন তার সবই সুগন্ধি হয়ে
আমাদের ঘুম পাড়াবে।

সেদিন তুমি

বিষন্নতা,
সেই রাতের কথা মনে পড়ছে আমার;
শ্বাস বেধে বেধে যাচ্ছিল বুকের কোথায় যেনো
মুঠোফোনে তুমি ওধারে
বারংবার বলে চলেছো:
একটু উঠে বসো!

কথা বলতে বলতে
কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম
মনে করতে পারি নি।
যখন ঘুম ভাঙ্গল
তখন গভীররাত!
তুমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলে হয়তো!
সত্যিই ঘুমিয়েছিলে?
সেদিন তোমার কথায় দুঃচিন্তাগ্রস্থ
এক মানবীর ছাপ ছিল।

ছাতিমের সুতীব্র ঘ্রাণে

আকাশ জুড়ে চাঁদের আধিপত্য ;
ছাতিমের সুতীব্র ঘ্রাণে
ভরে আছে চারপাশ;
আমি কবি হয়ে যাচ্ছি।
আমি উন্মাদ হয়ে যাচ্ছি।

এই শহরের প্রতিটি জানালা
খোলা থাক;
আমি সারা রাত ফেরি করে
পৌছে দেবো এ ঘ্রাণ;

তোমাদের নিঃশ্বাসে সুগন্ধি বাতাসের
আছে প্রয়োজন!

হও বড়

তোমরা যারা ছোট আর কচিকাচা
শিখে নাও, শিখে নাও-
রঙিন স্বপ্নে বাঁচা;
মেঘের মতো উড়তে পারো
করবে না কেউ মানা,
তাকিয়ে দেখো চতুর্দিকে
হয় নি অনেক জানা!

মিঠে রোদের কাছ থেকে
ধার নিয়ে ঐ আলো,
আধার ঘরে হাসি মুখে
শত প্রদীপ জ্বালো।

তোমরা যারা কচিকাচা,
ভালোই থেকো আরো;
এই কামনা করবো শুধুই–
হও বড়, হও বড়!

একদিন তুমিও

একদিন তুমিও বধূ হবে ;
নিয়মের সংসারের তুমিও একজন!
আমাদের এই অবাধ চলাফেরা,
বিকেলকে সকাল বলে
মুঠোয় পুরে
দূর কোথাও বেড়াবার সাহসিক ইচ্ছে
শুধু আমাদেরই হয়!

তুমি ভুলে যেতে পারো
দগ্ধ রোদে আমাদের সেই চৌকস পদক্ষেপগুলো;
যে জীবন কবিতার ছন্দে চলে নি,
খুব ভালো করেই জানি–
তুমিও,সেই তুমিও বাধা পড়বে!

দিগন্তিকা

যতবার তোমাকে ছুঁতে চেয়েছি
ততবার তুমি আকাশ হয়েছো দিগন্তিকা;
আমার অন্ধকার ঘরে
আলো জ্বলে নি বহুদিন,
তোমার স্মৃতিদের ভিড়ে
যেখানে কেউই ছিল না আর!

তোমার বিদায়ের পর
ক্যানভাসে একটাও আঁচড় পড়ে নি,
একটাও কবিতা লিখি নি!

তোমার উদ্বিগ্ন চোখে

বউ কথা কও পাখির ডাকে
ঘুম ভাঙতেই
মনের অনেক গহীন থেকে
তুমি ওঠে এলে;
সারাটা দিন তুমি থাকবে!
ধেয়ে আসা ঝড়ের সামনে দাড়াতেই
তোমার মুখটিই প্রথম ভেসে উঠবে!

স্নায়ুর অন্তরালে-
অনেকটা জায়গা জুড়ে তুমি
তোমার বিশাল আকাশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে
এগিয়ে যাই;
বিস্তৃর্ণ মানবিক খরার কবলে
আমার দেশ,তোমার পৃথিবী
তোমার উদ্বিগ্ন চোখে
ঝরে পড়া ক্লান্তিতে
আমি নতুন পথ খুঁজি!

কবি পরিচিতিঃ

সে এখন লিখে যাচ্ছে।প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস “কক্ষপথের বাইরে”।একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ “প্রথমত নিবেদিত”। এটা তার প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।